গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণা (Concept of rural development)

ভারতীয় আদমশুমারি অনুযায়ী, যে সমস্ত এলাকার জনসংখ্যা 5000 জনের কম, জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমিতে 400 জনের কম এবং প্রায় 75 শতাংশ মানুষ কৃষিকার্য সহ অন্যান্য প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত সেই সকল এলাকাগুলিকে গ্রামীণ এলাকা বলা হয়। অপরদিকে, উন্নয়ন হল অগ্রগতিমূলক এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে, ধীরে ধীরে কোন অঞ্চলের আর্থসামাজিক ও পরিকাঠামোগত সকল বিষয়ের প্রসার বা বৃদ্ধি ঘটে।

তাই বলা যায়, গ্রামীণ উন্নয়ন হল কতগুলো প্রক্রিয়ার সমন্বয় যার মাধ্যমে গ্রামীণ অধিবাসীদের আর্থসামাজিক সকল বিষয়ের উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয় এবং গ্রামীণ এলাকাগুলিতে এরফলে আধুনিকতার প্রসার লক্ষ্য করা যায়।

Rural development is a strategy designed to improve the economic and social life of rural poor - Agarwal (1989).

আবার বলা যায়, গ্রামীণ উন্নয়ন হল অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সংক্রান্ত এক প্রক্রিয়া। তবে বর্তমানের গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণাটি সীমিতক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রামের সকল বিষয় যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, সড়কের প্রসার, বৈদ্যুতিকরণ, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার, ঋণের ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে।

According to World Bank (1975)-Rural development is a strategy designed to improve the economic and social life of a specific group of people i.e. rural poor. It involves extending the benefits of development to the poorest among those who seek a livelihood in the rural areas.

বিশ্বব্যাংকের ধারনা অনুসারে গ্রামীণ উন্নয়ন হল এমন এক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি, সামাজিক, পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী অধিবাসীদের সাথে সাথে গ্রামের সকল স্তরের মানুষের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ উন্নয়নের নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সবশেষে বলা যায় - গ্রামীণ উন্নয়ন হল এমন এক নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের আর্থসামাজিক অবস্থার এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয়।

গ্রামীন এলাকার বৈশিষ্ট্য সমূহ (Characteristics of rural areas)

গ্রামীণ এলাকার যেসকল প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়, তা হল-

1. সমগ্র পৃথিবী সহ ভারতবর্ষেও মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে।ভারতের 2011 সালের জনগণনা অনুসারে মোট জনসংখ্যার প্রায় 69 শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে।সুতরাং বলা যায় গ্রামীন এলাকাগুলিতে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি গ্রামীণ জমির উপরে অধিক পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করে।
2. গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল কৃষিকার্য।ফলে গ্রামীন অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত থাকে।এর ফলস্বরূপ গ্রামাঞ্চলে মরশুমি বেকারত্বের হার অধিক পরিমাণ লক্ষ্য করা যায়।
3. কৃষি ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তির অভাব লক্ষ্য করা যায়।এই কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিক কায়িকশ্রমের প্রয়োজন হয়।
4. গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মানুষের মাথাপিছু আয় কম,যার ফলে মূলধন সঞ্চয়ের হার কম হয়।
5. গ্রামাঞ্চলে উন্নত প্রযুক্তির অভাবের কারণেই অধিবাসীদের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা অধিক লক্ষ্য করা যায়।
6. গ্রামীণ এলাকায় উন্নত পরিকাঠামোর (যেমন- বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবহন ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা) অভাব থাকার কারণেই অধিবাসীরা যথেষ্ট পিছিয়ে থাকে।

7. গ্রামের মধ্যে প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।যার ফলে অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।
8. গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার (বিশেষত নারীশিক্ষার) হার যথেষ্ট কম।
9. ভারতের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে দারিদ্রতার হার যথেষ্ট বেশি। 2011-2012 সালের তথ্য অনুসারে প্রায় 31 শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে।
10. গ্রামীন এলাকাগুলিতে উন্নত পরিকাঠামোর অভাবের কারণে শিল্পোন্নয়নের মাত্রা এবং বিনিয়োগের হারও যথেষ্ট কম হয়।
11. প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়।
12. গ্রামাঞ্চলে সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।যার ফলে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য চোখে পড়ে।
13. গ্রামীণ এলাকাগুলিতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট কম।

তবে গ্রামাঞ্চলের কিছু সদর্থক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। যেমন-অধিক সবুজায়নের সমারোহ, দূষণের পরিমাণ কম, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা প্রভৃতি। সুতরাং বলা যায় ,গ্রামীণ এইসব ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিকল্পনা অনুসারে ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করা যায়।